গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
সরকারি কলেজ-৩
www.shed.gov.bd

নং-৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০৩৫.২০২০. ৩৬৮ তারিখ: ৩০ আষাঢ় ১৪২৯ / ১৪ জুলাই ২০২২

দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ

যেহেতু, আপনি জনাব দিল আফরোজ বিনতে আছির (১৪৬৩৩), সহকারি পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা ও সদস্য-সচিব, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির বিরুদ্ধে মূল ডি.পি.পি হতে আর.ডি.পি.পি প্রস্তুতকরণে সম্পূর্ণ দূরভিসন্ধিমূলকভাবে ও দুর্নীতির অভিপ্রায়ে ভূমি অধিগ্রহণ ব্যয় বাবদ ৪০০ (চারশত) কোটি টাকা হতে ব্যয় বৃদ্ধি করে ৭৩২,৪১,১৮,৩৪৭/= (সাতশত বত্রিশ কোটি একচল্লিশ লক্ষ আঠার হাজার তিনশত সাতচল্লিশ) টাকা নির্ধারণের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে যার মধ্যে আর.ডি.পি.পি-তে যথাক্রমে ঢাকা শহরের নিকটবর্তী ৬ (ছয়) টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন এলাকায় বাস্তবে কোন বৃহৎ গাছপালা ও অবকাঠামো না থাকা সত্ত্বেও গাছপালা অবকাঠামো (যদি থাকে) উল্লেখ করে প্রায় ১০১ (একশত এক) কোটি টাকার উপরে ও নারায়ণগঞ্জে ০১ (এক)টি প্রকল্পে নাল শ্রেণীকে ভিটি শ্রেণি হিসেবে দেখিয়ে প্রায় ২৪,৪৭,০০,০০০ (চব্বিশ কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ) টাকা অতিরিক্ত বৃদ্ধি করার অভিযোগ রয়েছে এবং উক্ত অভিযোগসমূহ মন্ত্রণালয় কর্তৃক তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, আপনি সদস্য-সচিব, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি হিসেবে ভূমি অধিগ্রহণ এর মূল্য তালিকা যাচাই বাছাই করে সম্পূর্ণ দূরভিসন্ধিমূলকভাবে, দুর্নীতির অভিপ্রায়ে মিথ্যা তথ্য সন্নিবেশনের মাধ্যমে আর.ডি.পি.পি প্রস্তুতকরণে সহায়তা করেছেন ও আর.ডি.পি.পি-এর প্রতি পাতায় স্বাক্ষরের পর তা অনুমোদনের জন্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ বরাবর অগ্রায়ন করেছেন এবং উক্ত অভিযোগসমূহ মন্ত্রণালয় কর্তৃক তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ার অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃংঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে আপনার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, আপনি উক্ত নোটিশের জবাব প্রদান করেন। গত ২২/০২/২০২২ খ্রিস্টাব্দে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং উক্ত জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ বিধি ৭(২)(ঘ) অনুযায়ী আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী আপনার বিরুদ্ধে আর.ডি.পি.পি যাচাই-বাছাই কিংবা পর্যালোচনা না করে মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের জন্য অগ্রায়ন বিষয়ে নথিতে অনুমোদন প্রক্রিয়ায় দায়িত্ব বা কর্তব্যে অবহেলার বিষয়টি প্রমানিত হয়েছে;

যেহেতু, নথিপত্র পর্যালোচনায় এবং তদন্ত প্রতিবেদনে প্রদত্ত মতামতের আলোকে আপনার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে আপনার বিরুদ্ধে গুরুদন্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতু, আপনি জনাব দিল আফরোজ বিনতে আছির (১৪৬৩৩), সহকারি পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা ও সদস্য-সচিব, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় কেন উক্ত বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) অনুসারে আপনাকে "চাকুরি হতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from Service)" দন্ড বা অন্য কোন গুরুদন্ড দেয়া হবে না তার জবাব একই বিধিমালার ৭(৯) বিধি মোতাবেক কারণ দর্শানো নোটিশ প্রাপ্তির ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে প্রেরণ করা জন্য নির্দেশ দেয়া হলো।

১৪.০৭.২০২৩
(মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক)
সচিব

সংযুক্তি: তদন্ত প্রতিবেদনের অনুলিপি ০৫ (পাঁচ) ফর্দ।

বর্তমান কর্মস্থল:

জনাব দিল আফরোজ বিনতে আছির (১৪৬৩৩)
সহকারি পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

স্থায়ী ঠিকানা:
জনাব দিল আফরোজ বিনতে আছির (১৪৬৩৩)
পিতাঃ- মো: আব্দুল্লাহ আল আছির
মাতা:- মোসা: রেহানা খাতুন
গ্রামঃ পেচিবাড়ী, ডাকঘরঃ সাহানগাছা
উপজেলাঃ+ জেলাঃ সিরাজগঞ্জ।

অনুলিপি :

০১। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
০২। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।